

আবার আগমনী এডিনবরা

(মন্দিরা সকাল বেলা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, মোবাইলে মৃদু স্বরে বাজছে, 'বাজলো তোমার আলোর বেনু'। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো, দেবার্ঘ্য কলিং)

মন্দিরা: হ্যালো,

দেবার্ঘ্য: হ্যালো মন্দিরা দি, কেমন আছো?

মন্দিরা: আমি বেশ, তুই কেমন আছিস বল, লন্ডনে গিয়ে তো ভুলেই গেছিস মনে হয়..... তা এখন কি ডি ডি কে চক্রবর্তী বলে ডাকবো নাকি?

দেবার্ঘ্য: কি যে বলো, তোমাদের ভুলতে পারি কখনো... আর বলো, দুর্গা পূজোর প্রস্তুতি কেমন তোমাদের?

মন্দিরা: দুর্গাপূজোর প্রিপারেশন তো ভালোই হচ্ছে, সবাই লেগে পড়েছে কোমর বেঁধে, তোকে বড় miss করছি রে এবার

দেবার্ঘ্য: এবার নাটক হচ্ছে তো?

মন্দিরা: নাটকটা যে কি হবে কে জানে?

দেবার্ঘ্য: কেন এবার নাটক হবে না?

মন্দিরা: কি করে হবে বলতো? রাজর্ষি তো খেপে আগুন, সম্রাট টাকে জানিস তো কি লেভেলের ল্যাদখোর। কবে থেকে বলা হচ্ছে, লোকজনের খুব হচ্ছে আগেরবার এর আগমনী এডিনবরা'র একটা পার্ট টু টাইপের কিছু একটা হোক, ওর তো কোনো হেলদোল ই নেই, আজ লিখবো, কাল লিখবো করে ঝুলিয়ে রেখেছে, এবার মনে হচ্ছে আর হলো না রে!

দেবার্ঘ্য: শোনো না, মন্দিরা দি, তোমার মনে আছে, আগের বছর দুর্গা পূজোর ঠিক আগে আগে একদিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তারপর স্বপ্নে দেখলাম আমি স্বর্গে পৌঁছে গেছি, আর মা দুগ্ধা ছেলে মেয়ে সবাই কে নিয়ে এডিনবরা আসছে...

মন্দিরা: হ্যাঁ তুই বলেছিলিস বটে,

দেবার্ঘ্য: শোনো না এবারও সেম কেস, কাল পড়তে পড়তে একটু চোখটা লেগে গেছিলো জাস্ট, দেখি কৈলাশে কেলেক্ষারি লেগে গেছে,

মন্দিরা: বলিস কিরে?

দেবার্ঘ্য: সেই একই কেস, মা দুগ্ধা এন্ড টীম সবাই আবার এডিনবরা কেই ভেনু চয়েস করছে।...

মন্দিরা: এই দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া, মনে হচ্ছে, দুর্গা পূজোর নাটকের স্ক্রিপ্টটা পেয়ে গেছি, ১ মিনিট হোল্ড কর, একটা কাগজ কলম নিয়ে আসি, পয়েন্ট গুলো নোট করতে হবে তো.....

Scene -1

দেবার্ঘ্য: দেখলাম মহিষাসুর চেয়ারে বসে বিড়ি টানছে, কার্তিক এবং গণেশ শরীরচর্চায় ব্যস্ত, গণেশ ডন দিচ্ছে

মন্দিরা: বলিস কিরে ...)

কার্তিক: ১, ২, ৩,

গণেশ: নাহ আর না, আর পারছি না।

কার্তিক: না মানে!!! পারবি না মানে? ২০ টা করে ৫ টা সেট না দিলে হবে? আর মাত্র কয়েক দিন বাকি পূজো আসতে, চেহারাটার অবস্থা দেখেছিস?

মহিষাসুর: হ্যাঁ এইটা একেবারে ঠিক বলেছো কেতো ভাইপো, *health is wealth...*

গণেশ: না না আমার এতো খাটাখাটুনি পোশাবে না, আমার চেহারা একেবারে *first class* আছে,

কার্তিক: দূর দূর এই হাতির মতো চেহারা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়ালে, আমার *image* টার কি দুর্দশা হবে বলতো?

গণেশ: চুপ কর, পেট রোগা, তালগাছ কোথাকার, আমাকে আর খাটালে আমি কিন্তু সোজা মাকে গিয়ে বলে দেব।

মহিষাসুর: আরে আরে, গনু ভাইপো, শুধু শুধু দুগ্ধা কে খবর দেওয়ার কি দরকার, দুগ্ধা যদি জানতে পারে, আমি তোমাদের দুজন কে *train* করছি, এ বছরে আরো খেপে যাবে, একেই আমাকে দেখলেই কেমন তেড়ে আসে, তারপর যদি দেখে তোমরা আমার সাথে, আমার রক্ষে নেই...

কার্তিক: আরে অসুর কাকা, সেতো মাত্র *5 days only...* আর দাদা তুই ও মাইরি, সেই ছোটবেলার মতো মাকে বলে দেবো, মাকে বলে দেবো। *Be a man!*

(নারদ এসে হাজির হয়)

নারদ: নারায়ণ, নারায়ণ। ... একি! মহিষাসুর তুই এখানে কি করছিস রে দুরাশ্রা!... আর সিদ্ধিদাতা, দেব সেনাপতি, আপনারাও বা এই অসভ্য টার সাথে কি করছেন?

মহিষাসুর: এই যে নারু !! এদিকে শোনো!! গনু ভাইপো, কার্তিক ভাইপো এখন আমার ফ্রেন্ড লিস্টে! *No Violence*, এইসব *intolerance* একেবারে বরদাস্ত করবো না! বুঝলে !!

নারদ: দাঁড়া হতভাগা, একবার পার্বতী মাকে খবর টা দি, এমন ক্যালান ক্যালাবে না এ বছর, তোর *intolerance* সোজা করে দেবে,

মহিষাসুর: হ্যাঁ, যাও গিয়ে লাগাও, দুগ্ধা ডারলিং কে, তোমার আবার *PNPC* ছাড়া কাজ কি?

(ইতি মধ্যে ভিতর থেকে মা দূর্গা আর মহাদেবের ঝগড়াঝাটির আওয়াজ পাওয়া গেলো)

মহিষাসুর: এইরে দুগ্ধা ডারলিং এলো বলে, শিবু কাকা কে হেঁতি ঝাড়ছে, আমি ভালোয় ভালোয় এখন কেটে পরি, নেক্সট কোনো সিনে আসবো পরে... চলি কেতো ভাইপো, গনা ভাইপো, আবার পরে দেখা হবে, আর মনে রেখো কিন্তু *health is wealth* .

(মন্দিরা: হা হা হা ! বেশ মজার ব্যাপার,

দেবার্ঘ্য: হুম সেতো বেশ মজারই , তারপর শোনো না, দেখি মা দূর্গা আসছে রেগে লাল হয়ে, পিছনে পিছনে শিব ঠাকুর!...)

Scene 2:

দূর্গা: যাবো না যাবো না, কিছুতেই যাবো না ! কিছুতেই যাবো না !!

মহাদেব: কিছুতেই যাবো না মানে টা কি? এসব ছেলেমানুষি তোমাকে মানায়?

দূর্গা: বললাম তো তুমি যাই বলো আমি এবারেও কলকাতা যাবো না!

মহাদেব: তা তুমি কি আবার সেই এডিনবার্গ যাবার প্ল্যান করে রেখেছো নাকি?

দূর্গা: এডিনবার্গ নয়!! এডিনবরা, এডিনবরা...

মহাদেব: সাবাস, সাবাস গিল্লি...

দূর্গা: হ্যাঁ হ্যাঁ সাবাস হই!!! দিকি মনে আছে তো দেখছি, ওই সাবাসের ছেলেমেয়ে গুলো আগের বার খুব খাতির করেছিল, ওদের request ফেলতে পারবো না।

মহাদেব: আর কলকাতায় শশুড়বাড়ীর লোকেদের কে আমি কি কৈফিয়ত দেব, আমার তো একটা প্রেস্টিজ বলে ব্যাপার আছে নাকি !!

দূর্গা: ও তোমার প্রেস্টিজ, হকিমস যাই থাকুক গে যাক. আমি decide করে নিয়েছি... শুধু শুধু বক বক করে আমার মাথা খেও না।

মহাদেব: শোনো গিল্লি, ব্যাপারটা বোঝো, কলকাতা, পশ্চিম বাংলা আমাদের নিজেদের দেশ, ওখানে না গিয়ে বিদেশের পুজোয় গেলে চলে? এক আধবার নয় ঠিক আছে, পরপর দু বছর absent থাকলে চলবে কি করে?

দূর্গা: কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ইন্ডিয়া'র কথা আমাকে একবারে বলবে না, আমি প্রচন্ড upset ওদের ওপর, ওরা শুধু পুজো করার জন্যই পুজোটা করে, humanity , law and order সব একেবারে শেষ করে রেখে দিয়েছে, যাবো না আমি যতদিন না শুধরাচ্ছি। ...

মহাদেব: আহা গিল্লি, সেই জন্যই তো তোমাকে দরকার ওদের, তুমি না গেলে চলবে কি করে, তোমার সাথে সাথে যদি ছেলে মেয়েরাও না যায় তাহলে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য সব লাটে উঠবে দেশে। ...

দূর্গা: আমার যত টুকুনি জানা আছে, লক্ষ্মী , সরস্বতী , কার্তিক , গণেশ কেউই যেতে ইন্টারেস্টেড নয়, দেখো তুমি জিপ্তেস করে...

মহাদেব: বলো কি গো? এতো মহা বিপদ হলো গিয়ে দেখছি। এইতো , গনা , কাতু তোমরা তো এখানেই আছো !! কি বলছে কি তোদের মা?

গণেশ: হ্যা বাবা যথার্থই, মা যা বলছে তা একেবারে ঠিক, আমরাও যাচ্ছি না!

কার্তিক: yes pops! this year again Edinburgh !! আবার আগমনী এডিনবরা !!

দূর্গা: শুনলে তো, দাঁড়াও, লক্ষ্মী , সরস্বতী কেও ডাকছি, একবারে সবার কাছ থেকে শুনে নাও, সারাক্ষন এক ঘ্যানর ঘ্যানর আমার আর ভালো লাগছে না, এই সরু, লখু, মা শুনে যা তো একবার। ..

(লক্ষ্মী, সরস্বতী এসে হাজির হয়ে, সেই সময়ই কার্তিক কথা বলতে থাকে)

কার্তিক: বুঝলে pops , কলকাতায় যে হারে ব্রিজ ভেঙে পড়ছে, ওখানে যাওটাতে বিশাল রিস্ক। কখন bike নিয়ে যেতে যেতে মাথায় ভেঙে পড়বে কেউ জানে না। আর আমার কোনো কদর নেই ওখানে, কার্তিক পুজোয় আমাকে নিয়ে শুধু newly married couple দের বাড়ি ফেলে দিচ্ছে, দেব সেনাপতি আমি, আর আমাকে এরকম অবহেলা। তাই যদি হবে, এডিনবরা ডের ভালো, সাবাসের লোকজনেরাও সৌম্য-মাওনি, সুমিত-উত্সা , সপ্তক-প্রিয়াক্ষা, অর্ক-দেবযানী, এদের বাড়িতে একটিবার যাবার জন্য রিকোয়েস্ট করে রেখেছে। কলকাতার লোকজন মহানায়ক 'দেব' কে নিয়েই মেতে থাক , দেবসেনাপতির প্রয়োজন নেই।

(বলতে বলতে লক্ষ্মী , সরস্বতী চলে এসেছে)

গণেশ: শোনো বাবা এবার আর কলকাতা যেতে বোলো না প্লিজ। তুমি ভাগাড় কেস টা জানো কি? পুজোয় গিয়ে যে একটু ভালো মন্দ থাকবে, তার জো নেই... ছোট বড় মেজো সেজো যত রেস্টুরেন্ট আছে কেউ বাদ নেই, সব নাকি ভাগাড়ের পচা মাংস খাওয়াচ্ছে, এতো বড় রিস্ক তা আমি নিতে পারবো না, আর তাছাড়া লাস্ট বার এডিনবরার ফিশ এন্ড চিপস, স্টেক, হ্যাম, সসেজ, রোস্টেড টার্কি, জ্যাকেট পট্টেটোর যা টেস্ট মুখে লেগে আছে ভোলা যায় না, আমি তো এডিনবরা যাচ্ছি যাচ্ছি। কলকাতায় আমার requirement নেই আর, আমি হলাম গিয়ে সিদ্ধিদাতা, ওদের মনে হয়ে সিদ্ধিলাভে আর বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই। আমাকে আর জোর করো না বাবা।

মহাদেব: একি শুরু করেছে মা, ছেলে সব, আর এই যে লখু মা, সরু মা, তোরা তো অনেক বেশী sincere, তোরা নিশ্চই কাতু, গনার মতো ছেলেমানুষি করবি না?

সবস্বতী: You need to understand dad! Last year Edinburgh University te ora darun appreciate korechhilo. Even this year Along with Edinburgh University, Napier University, James Harriot University, Glasgow University, even Oxford and Cambridge requested me to visit and oblige them. আমি যে diet control app এর idea টা দিয়েছিলাম last year, that's a huge hit in entire UK. আর কলকাতায় কেন যাবো বলতো, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে গুলো কলেজ এ পড়াশুনো না করে more interested in politics.

এই যে লক্ষ্মী দিদি, আমাকে তো খুব economy নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলিস, বল বাবাকে এবার

লক্ষ্মী: হ্যাঁ বাবা, বুঝলে, বেস্পল আর ইন্ডিয়ান ইকোনমি টা পুরো ঘেঁটে ঘ হয়ে আছে, Demontization, Remonitization, GST, Subsidy, সব মিলে মিশে পুরো খিচুড়ি হয়ে আছে। যেখানে manufacturing কিনা চপশিল্ল সেখানে আমি যাবো কি করতে বলতো? আর এডিনবরা তে এখন high time বাবা, Brexit এর দিন যত এগিয়ে আসছে, এখানে economical expert এর importance তত বাড়ছে, Theresa May, Nicola Strurgeon, সবাই মিলে আমাকে personally invite করেছে, যাতে no deal brexit থেকে ওদের বাঁচাতে পারি। এডিনবরা তে opportunity অনেক বেশি বাবা! আগের বার আমি এডিনবরা যাবার পর থেকে Sterling Pound অনেকটা recover করেছে, আর এদিকে Indian rupee র অবস্থা দেখো, depreciation এর একটা লিমিট নেই!!

মহাদেব: তোমরা সবাই মিলে কিযে বলছো, আমি তো কিছুই বুজছি না!!

দূর্গা: তোমার আর বুঝে কাজ নেই, তুমি ৫ দিন ছুটি কাটাও কৈলাশে। এই তোরা সব চল, ভাত বাড়বো এবার, বেলা যে গড়িয়ে গেলো।

(Durga, and children leaves.)

নারদ: হে দেবাদিদের এতো ঘোর সংকটের পরিস্থিতি, বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। নারায়ণ নারায়ণ।

মহাদেব: চুপ করো রাস্কল, তুমি আর কাব্য করোনা, গতবার আমাকে সিঙ্গেল মন্টের লোভ দেখিয়ে যখন কাজ হলো না, তুমি যে গেছো এডিনবরা সেটা আমার ভালোই জানা আছে। এডিনবরা গিয়ে মডার্ন হয়েছে, গেরুয়া ধুতি ছেড়ে জিন্স, দোতরা বাজনা তে ছেড়ে গিটার, তোমার তো ভোল ই পাল্টে গেছে নারদ মুনি... গেলি যা, তবে ফেরার পথে যে মহাদেবের জন্য এক বোতল খাঁটি স্কটিশ সিঙ্গেল মন্ট নিয়ে যাই সে সব তোমার খেয়াল থাকে না।

নারদ: কিযে বলেন প্রভু! রাম রাম রাম!

মহাদেব: হ্যাঁ জানি জানি, রাম,হইক্ষি, ভদকা, জীন তোমার বিচরণ যে সর্বত্র সেটা আমার আর জানতে বাকি নেই,ভালোয় ভালোয় কেটে পর এখন, আমার মাথা গরম হলে তান্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যাবে!!

নারদ: ক্ষমা করবেন নীলকণ্ঠ, আমি কাটি! এখন, স্বর্গে খবর টা ছড়াতে হবে তো যে এবার আবার আগমনী এডিনবরা।

(মন্দিরা: তোর মনে হচ্ছে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে নিজেরই পেট গরম হয়েছে, কিসব স্বপ্ন দেখছি? anacid থা!!

দেবার্ঘ্য: পেট গরম না গো!! পুরো fact, এসবই দেখেছি, বিশ্বাস করো!!

মন্দিরা: বেশ বেশ, দারুন লাগছে, তারপর বল...

দেবার্ঘ্য: তারপর দেখলাম ইন্দ্রালোক, দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে বসে উর্বশীর নাচ দেখছে....)

Scene3:

(ব্যাকগ্রাউন্ডে গান চলছে, 'দিলবর, দিলবর' , নারদের প্রবেশ)

নারদ: নারায়ণ, নারায়ণ, এই যে দেবরাজ ইন্দ্র তুমি ভায়া, উর্বশী নাইট, মেনকা নাইট নিয়ে মেতে থাকো, এদিকে রাজ্যপাট গেলো বলে।

ইন্দ্র: কি যে বলো নারদমুনি, আমার রাজ্যপাট এ আবার কি হলো

উর্বশী: হ্যালো! নারদ মুনি, কি খবর! ইন্দ্রালোকে তো আর দেখাই পাই না তোমার!!

নারদ: এই এই দূর থেকে, দূর থেকে।... তা যা বলছিলাম দেবরাজ, পার্বতী মা এবার ও কলকাতা যাচ্ছেন না, মহিষাসুর কে কলকাতায় বধ করবে কে?

ইন্দ্র: সেকি কথা, এতো ঘোর বিপদ,

উর্বশী: কিছুই বিপদ না, আমি বধ করবো অসুর কে, আমিও তো নারী! মহিষাসুর টা যা হ্যান্ডু না, কি বলবো!! tall ,dark , handsome ! ওকে পুরো আমার মায়াজালে বশ করে ফেলবো!!

ইন্দ্র: না থাক থাক, উর্বশী তোমার আর অসুর কে বশ টস করে কাজ নেই, তুমি বিশ্রাম করোগে যাও। চলুন নারদ মুনি আপনি আর আমি ত্রিদেব এর কাছে যাই, এই সমস্যার কিছু তো একটা সমাধান করতে হবে....

Scene - 4

(ইন্দ্র, নারদ, বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একসাথে বসে তাস খেলছে)

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ, প্রণাম প্রভু

ইন্দ্র: প্রণাম প্রজাপতি ব্রহ্মা, প্রণাম,বিষ্ণুদেব, প্রণাম মহাদেব।...

বিষ্ণু: আরে দেবরাজ ইন্দ্র যে? তা এক হঠাৎ পথ ভুলে এই চম্বরে, এস বোসো বোসো , '29' খেলবে নাকি? একটা পার্টনার পাচ্ছিলাম না !

ইন্দ্র: ঘোর বিপদ হে ত্রিদেব, দেবী পার্বতী এবছর ও কলকাতা যাচ্ছে না, কলকাতায় অসুর বধ টা করবে কে?

মহাদেব: আমি অনেক চেষ্টা করেছি বোঝাতে, কোনো লাভ নেই, এইতো নারদ ছিল ওখানে ওকেই জিজ্ঞেস করো না!

নারদ: আজে! নারায়ণ,নারায়ণ!

ব্রহ্মা: সেসব বললে হবে? একটা solution তো বের করতে হবে.

বিষ্ণু: solution মানে? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া, কে বলেছিলো মহিষাসুর কে বর দিতে?

ব্রহ্মা: আরে ifs and buts, condition তো রেখেছি বর দেবার সময়!

মহাদেব: এমনি condition রেখেছো যে, satisfy করতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।...

বিষ্ণু: নাহ, এর একটা বিহিত তো করতেই হবে, ডাকো সঙ্কলকে এখানে, ওই ধাপ্লাবাজ মহিষাসুর টাকেও খবর দাও...

(মন্দিরা: ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগছে, দেবার্ঘ্য তুই পারিস ও বটে...)

দেবার্ঘ্য: ইনটেরেস্টিং ছাড়া, লোকজন আমাকে না ক্যালায়ে? ঠাকুর দেবতা নিয়ে এরকম রসিকতা? কার কিসে লাগবে কে জানে?

মন্দিরা: লোকে কি ভাববে, সেসব তুই ভাবলে লোকে কি ভাববে? তুই ওসব ছাড়!! বাকি টা বল, তারপর কি দেখলি!

দেবার্ঘ্য: তারপর দেখলাম, বিষ্ণুলোকে দুর্গা, লক্ষ্মী , সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ উপস্থিত, মহিষাসুর এখনো এসে পৌঁছয়ে নি)

Scene 5

বিষ্ণু: বাহ: সঙ্কলে হাজির, তা, দুগ্ধা বৌদি সব খবর ভালো তো?

দূর্গা: ব্যাপারটা কি বিষ্ণু ঠাকুরপো! এই অসময় তলব এর কি প্রয়োজন?

ব্রহ্মা: যে হতভাগা টার জন্য এতো কেলো, সেই idiot টা কোথায়? কিহে নারদ, একটা ফোন লাগাও আবার

(নারদ ফোন টা বার করতে করতে...)

মহিষাসুর: লাগবে না ফোন করতে লাগবে না এসে গেছি আমি এসে গেছি! how are you দুগ্ধা ডার্লিং? কেতো ভাইপো সব ঠিকঠাক??

বিষ্ণু: আর সময় নষ্ট না করে, coming straight to the point! এ বছর এডিনবরা আর কলকাতা নিয়ে আবার confusion হচ্ছে, কে কে কলকাতা যেতে চায় না?

সবাই একসাথে জানায় 'আমি'

বিষ্ণু: দেখো, ওয়েস্টবেঙ্গল হলো গিয়ে আমাদের root , তাই আর যেখানেই যাওনা কেন, কলকাতা কে ফাঁকি দেওয়া যাবেনা, কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে !

ইন্দ্র: প্রভু, আপনারা ত্রিদেব ই তো সৃষ্টিকর্তা, কলকাতার জন্য কোনো alternative arrangement হয় না??

নারদ: নারায়ণ, নারায়ণ, হ্যাঁ, উত্তম প্রস্তাব, আপনাদের দিব্য শক্তিতে কলকাতার জন্য ডুপ্লিকেট মা দুর্গার সৃষ্টি হউক !

মহাদেব: আবার এতো পরিশ্রম, কতকাল আগে করেছিলুম ওসব, এখন কি আর হবে? দিব্য দৃষ্টি তৃষ্টি মনে হয় expire করে গেছে এতো কাল পরে...

ব্রহ্মা: আর তাছাড়া আমাদের দিব্য শক্তিতে তো শুধু নারীশক্তির সৃষ্টি সম্ভব, দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর cloning না হয় হয়ে যাবে, কিন্তু গণেশ, কার্তিক আর যত নষ্টের গোড়া এই অসুর টার কি ব্যবস্থা হবে?

গণেশ: আমাকে আর কাতুকে লাগবে না প্রজাপতি ব্রহ্মা, কলকাতায় গত ৫/১০ বছরে যে হারে গণেশ পূজো বেড়েছে, ওখান থেকে দু এক পিস্ রেখে দিলেই হবে, আমি ও ট্রাভেল করে আর কলকাতা যাচ্ছি না , ও ঠিক proxy হয়ে যাবে, আপনি চিন্তিত হবেন না , আর কাতু , ওকে তো কেউ সেরকম পাতাই দেয় না, হিরো হিরো টাইপ ছিপছিপে কাউকে ধরে বসিয়ে দিলেই হলো!!

কার্তিক: I completely agree with দাদা!

মহিষাসুর: আমারও ডুপ্লিকেট লাগবে না, কলকাতায় অসুরের কোনো অভাব আছে? চারিদিকে শুধু অসুর আর অসুর!.. একবার খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই দেখবে শুধু আমার চ্যালাদের খবর, বেটারা কিছু কিছু কেস এ তো আমাকেও টপকে যাচ্ছে। ..

বিষ্ণু: তা বেশ, lets get started ... আমার মনে হচ্ছে দিব্য শক্তি হয়তো কাজ করবে না, তাই supernatural কেরামতি দেখিয়ে কাজ নেই, তার থেকে audience থেকেই শক্তির আগমন হোক!

(Audience থেকে দুর্গা, সরস্বতী,লক্ষ্মীর stage এ আগমন। তাঁরা existing তিন জনকে আলিঙ্গন, hi-five, হ্যান্ডশেক ইত্যাদি করে)

বিষ্ণু: আপনাদের স্বাগতম !

লক্ষ্মী (২): বাংলা আমাদের হৃদয়ে, বাংলার মাঠঘাট ধান ক্ষেতে শেষে ভোরে উঠুক, শিল্প, বাণিজ্য, গড়ে উঠুক। ভোরে উঠুক লোকমির ভাঁড়ার ,
আমার কৃপা দৃষ্টি সর্বদা বিরাজমান থাকে বাংলার ঘরে ঘরে। আমি আসছি কলকাতায়, আর কোনো অনিশ্চয়তার অবকাশ নেই।
আমার ডুপ্লিকেট লক্ষ্মী দি যখন এডিনবরার মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত আমি তখন বাংলার লক্ষীলাভ টাই সুনিশ্চিত করি...

সরস্বতী (২): নামাস্তে!! হাম সারাস্বতী জি হ্যা, ভাউ জি ! সব পাড়াই লিখাই বিলকুল জবরদস্ত হ্যা না!!

বিষ্ণু: এই যা যা wrong channel শুরু হয়ে গেছে! আঞ্জে দেবী , আপনি ভোজপুরি না বাংলা channel টা tune করুন!!!

সরস্বতী (২): Oh sorry! Oh sorry!! শিক্ষা, সংস্কৃতিতে বাংলার মাটি চিরকালই সবার আগে, তা সে উচ্চ শিক্ষা গবেষণাই হোক বা নারীশিক্ষার
প্রসার, বাংলার মাটি বরাবর পথ দেখিয়েছে গোটা বিশ্বকে। শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য যেকোনো ক্ষেত্রেই সরস্বতীর আশীর্বাদ বাংলার
মানুষের ওপর সদা বিরাজমান থাকবে।

দূর্গা (২): জয় হো শেরাওয়ালী মাইয়া কি! জোর সে বোলো জয় মাতা জি!! প্রেম সে বোলো জয় মাতা জি,

মহাদেব: আবার wrong number, seriously বয়স হয়ে গেছে তো, এক চাক্স কিছুই লাগছে না!! আরে আরে, শেরাওয়ালী, জগদম্বা কিছু লাগবে
না, এটা দুর্গাপূজার requirement, পাতি বাঙালী দুর্গা লাগবে !!

দূর্গা (২): ওহ আচ্ছা !! wait

বেশ, বেশ, দুর্গাপূজার ইতিহাস, বাংলায় সুপ্রাচীন, সারা বছর মানুষ অপেক্ষা করে থাকে এই ৫ টা দিনের জন্য, বাংলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, ঘরে
ফেরা তো এই শারদ উৎসবের জন্যই, তাই আমি না গেলে চলে কি করে, আমার আশীর্বাদ ভালোবাসা সবসময় থাকবে বাংলার মানুষের ওপর,
বাংলার, গ্রাম, শহর, প্রতিটা বাড়ি ঘর, আনন্দে ভরে উঠবে আমার আগমনে, আমি চললাম কলকাতা, সবার মঙ্গল হোক,

ইন্দ্র: যাক এডিনবরা, কলকাতার দ্বন্দ মিটলো তাহলো, দু জায়গাতেই তাহলে মহিষাসুরমর্দিনীর আগমন হচ্ছে যথা সময়ে

নারদ: নারায়ণ, নারায়ণ

দূর্গা (২): এই যে অসুর, চলো এবার, অনেক ফুর্তি হয়েছে!! এবার তোমার বধ কলকাতাতেই হবে....

দূর্গা (১): এই wait, wait, wait, অসুর কোথাও যাবে না, ওকে এডিনবরার cramond kirk এই বধ করা হবে, সব arrangement করে
রেখেছে সাবাসের মেস্বাররা

দূর্গা (২): -- না না কলকাতা তেই হবে মহিষাসুরমর্দিনী

দূর্গা (১): -- না এডিনবরা

দূর্গা (২): -- কলকাতা

দূর্গা (১): -- এডিনবরা

(দুই দুর্গা অসুর কে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়!!)

মহিষাসুর: এই এই টানছো কেন!! আমি যাবো না, এডিনবরা, কলকাতা কোথাও যাবো না!! ছেড়ে দাও!!

দূর্গা (১) দুর্গা (২): যাবি না মানে! তোর ঘাড় যাবে!! চল শিগগির! !

মহিষাসুর: শিবু কাকা, তোমার দুজন বৌ আমাকে নিয়ে টানাটানি লাগিয়ে দিয়েছে, বাঁচাও!!

মহাদেব: সে এডিনবরা হোক, বা কলকাতা, বধ তো তোকে হতেই হবে হতভাগা, অশুভ শক্তির বিনাশ সর্বত্র সুখ সমৃদ্ধি তে ভোরে
উঠুক! এই বছর এই টুকুই থাক তাহলে...

সবাই: বোলো দুগ্ধা মাই কি জয়!!
